উইন্ডোজ ৭
অ্যাডভান্সড প্রোডাক্টিভিটি

কে এম আলী রেজা

উইন্ডোজ ৭ অপারেটিং সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হওয়া কাজগুলো সহজে সম্পাদনের জন্য অ্যাডভান্সড কিছু টিপ এবং টুল নিয়ে এবার আলোচনা করা হয়েছে। এসব টুলের সফল ব্যবহার উইন্ডোজ ৭-এর প্রোডাক্টিভিটি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অপারেটিং সিস্টেমের প্রোডাক্টিভিটি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে এতে কত দ্রুত এবং সহজে নিয়মিত কাজগুলো সম্পন্ন করা যায়। সিপিইউ তথা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের গতি প্রধানত একটি কমপিউটার কত দ্রুত কাজ করতে পারবে তা নির্ধারণ করে। অপ্রয়োজনীয় প্রসেস এবং সার্ভিসেস রান করতে গিয়ে সিপিইউ তার মূল্যবান প্রসেসিং গতি, মেমরি এবং হার্ড রিসোর্স অপচয় করে। কমপিউটারের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে এসব বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে।

উইন্ডোজ ৭ রিসোর্স মনিটর

উইন্ডোজ ৭ রিসোর্স মনিটর হচ্ছে আপনার কমপিউটারের চলমান সব থ্রেড, প্রসেস এবং সার্ভিস অ্যাক্সেস করার জন্য একটি উইন্ডো। যেসব সার্ভিস এবং প্রসেস উইন্ডোজ টাস্ক ম্যানেজারে দেখা যায় না, সেগুলো রিসোর্স ম্যানেজারে প্রাসঙ্গিক সব তথ্যসহ দেখা যাবে। এতে করে সহজেই বুঝতে পারবেন কোন সার্ভিস বা প্রসেসটি আপনার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন না হলে ওই সার্ভিস বা প্রসেসটি বন্ধ করে দিয়ে সিস্টেমের গতি বা প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারেন।

এজন্য Start Menu→Control Panel→Performance Information and Tools→Advanced Tools→Open Resource Monitor থেকে Resource Monitor ওপেন করতে পারেন। বিকল্প পন্থা হিসেবে Start Menu-র সার্চ বক্সে RESMON টাইপ করে টুলটি ওপেন করতে পারেন। রিসোর্স মনিটর ওপেন করার সাথে সাথে আপনার সামনে ওভারভিউ পেজটি আসবে। ওভারভিউ পেজে যে পরিসংখ্যানগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তা হচ্ছে সিপিইউর বর্তমান অবস্থা, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক এবং মেমরি ব্যবহার।

এই উইন্ডোতে যেসব ট্যাব রয়েছে সেগুলোতে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন কোন প্রসেস বা সার্ভিস সবচেয়ে বেশি বা কম রিসোর্স ব্যবহার করছে। প্রতিটি আইটেমের জন্য দ্রুত সার্চিংয়ের মাধ্যমে দেখতে পারেন সেটি কমপিউটারে রান করার প্রয়োজন আছে কি না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে অপ্রয়োজনীয় প্রসেস বা সার্ভিসগুলো শনাক্ত করার পর সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হলে কমপিউটারে চলমান অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রসেস বা সার্ভিসের জন্য রিসোর্স প্রাপ্যতা বেড়ে যায়।

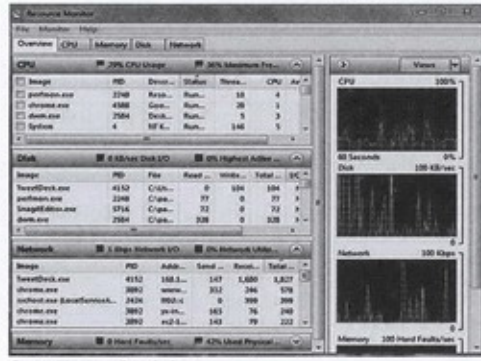

চিত্র-১ : উইন্ডোজ ৭ রিসোর্স মনিটর

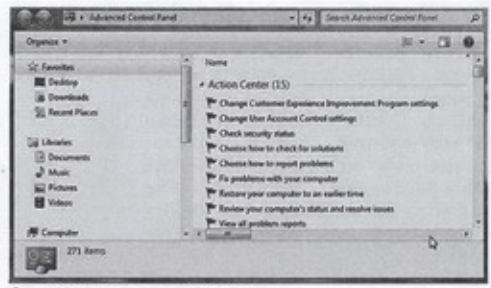

চিত্র-২ : উইন্ডোজ ৭ অ্যাডভান্সড কন্ট্রোল প্যানেল

উইন্ডোজ ৭ অ্যাডভান্সড কন্ট্রোল প্যানেল

উইন্ডোজ ৭-এর বেটা ভার্সন চলা অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য একটি অ্যাডভান্সড কন্ট্রোল প্যানেল চালু হয়। তবে উইন্ডোজ ৭-এর চূড়ান্ত ভার্সন রিলিজ করার পর এ ফিচারটি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ওই সময় অ্যাডভান্সড কন্ট্রোল প্যানেল 'God Mode,' 'Control Panel Plus,' 'Super Control Panel' ইত্যাদি নামেও পরিচিতি পেয়েছিল। অ্যাডভান্সড কন্ট্রোল প্যানেলে ২৫০টির বেশি টুল ছিল। যদিও এ টুলগুলো উইন্ডোজের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যাবে, তবে অ্যাডভান্সড কন্ট্রোল প্যানেল টুলগুলো একত্রিত করে সুসংগঠিতভাবে ব্যবহারের জন্য উপস্থাপন করে।

উইন্ডোজ ৭-এর এই বাড়তি অ্যাডভান্সড কন্ট্রোল প্যানেল ফিচারটি এখনো পাওয়া যাবে, তবে এজন্য কিছু কোডের সাহায্য আপনাকে নিতে হবে। এর ফলে কন্ট্রোল প্যানেলটি দ্রুত অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এ কাজটি করার জন্য প্রথমে ডেস্কটপে একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করতে হবে এবং একে Advanced Control Panel.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} হিসেবে নাম দিতে হবে। ফোল্ডারটি Advanced Control Panel হিসেবেই নাম দিতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ জন্য পছন্দমতো অন্য কোনো নাম নির্ধারণ করতে পারেন। নাম দেয়ার পরপরই দেখবেন ফোল্ডারের আইকনটি স্টাইল আইকনে রূপান্তর হয়েছে। আইকনটিতে ডাবল ক্লিক করা মাত্রই ২৫০টিরও বেশি টুলের অ্যাক্সেস পাবেন। এসব টুল ব্যবহার করে কমপিউটারকে প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করে এর দক্ষতা তথা প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারেন।

ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল কাস্টমাইজ করা

ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল তথা ইউএসি ফিচারটি উইন্ডোজ ভিস্তাতেও ছিল, তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে অনেকেই ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন। কেননা ইউএসি কারণে-অকারণে বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্ট মেসেজ (মূলত কমপিউটারের সমস্যা সম্পর্কিত) প্রদর্শন করে। উইন্ডোজ ৭-এ অ্যালার্ট মেসেজের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। তবে মেসেজ সংখ্যা কমানোর

সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোই রয়েছে। ইউএসির উদ্দেশ্য কমপিউটারকে ক্ষতিকর কোড এবং প্রোগ্রাম থেকে রক্ষা করা। ইউএসির মেসেজ সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে কমপিউটারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। আবার মেসেজ সংখ্যা অনেক বেশি হলে তা কমপিউটারের প্রসেসিং গতি তথা প্রোডাক্টিভিটি কমে আসে। সিস্টেমে অ্যালার্ট মেসেজ রাখতে চান কি না তা পুরোপুরি নির্ভর করছে আপনার ওপর। ইউএসি কাস্টমাইজ করার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারেন কোন মেসেজটি রাখতে চান এবং কোনটি বাদ দিতে চান। তবে স্মরণ রাখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ অ্যালার্ট মেসেজ বাদ দিলে তা সিস্টেমের নিরাপত্তাকে দুর্বল করে দিতে পারে। কন্ট্রোল প্যানেল বা অ্যাডভান্সড কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ইউএসি সেটিং অ্যাক্সেস করতে পারেন। সেটিং কাস্টমাইজ করার জন্য এরপর আপনাকে Change User Account Control Settings-এ ক্লিক করতে হবে।

ইন্টারনেট ক্যুইক সার্চিং

অনেক সময় দ্রুততার সাথে কোনো বিষয় ইন্টারনেট থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন হতে পারে। জরুরি প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্রাউজ করার জন্য আপনাকে আর ওয়েব ব্রাউজার বা সার্চ ইঞ্জিন আলাদাভাবে ওপেন করার প্রয়োজন হবে না। উইন্ডোজ ৭-এ সার্চিং কাজটি উইন্ডোজের আগের ভার্সনগুলোর তুলনায় অনেক সহজ করা হয়েছে।

কমপিউটারের Local Group Policy সেটিংয়ে কিছু পরিবর্তন করে স্টার্ট মেনুর Windows 7 Search বক্সে অতিরিক্ত একটি অপশন সক্রিয় করতে পারেন। আপনি যখন কোনো কিছু খুঁজে বের করতে চাইবেন তখন সে শব্দ বা টার্মটি স্টার্ট মেনুর সার্চ বক্সে টাইপ করে Search the Internet-এ ক্লিক করুন। এ পর্যায়ে উইন্ডোজ ৭ তার ডিফল্ট ব্রাউজার নিজ থেকেই ওপেন করবে এবং তার ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিনে ওই শব্দ বা টার্মটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। এবার Search the Internet ফাংশনটি সক্রিয় করার প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হলো :

ক. প্রথমে উইন্ডোজ সার্চে গিয়ে Local Group Policy Editor টাইপ করে এটি ওপেন করুন।

খ. এবার User Configuration→ Administrative Templates→Start Menu and Taskbar অপশনে ক্লিক করুন।

গ. এই পর্যায়ে Add Search Internet link to Start Menu-এ ডাবল ক্লিক করুন।

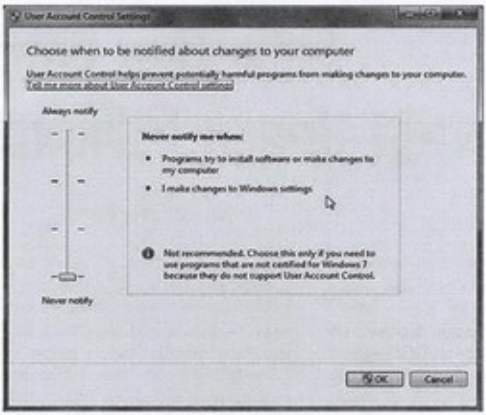

চিত্র-৩ : ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল সেটিং উইন্ডো

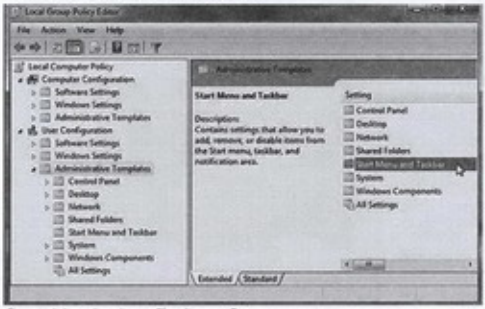

চিত্র-৪ : ইন্টারনেট ক্যুইক সার্চিং কৌশল সেটিং

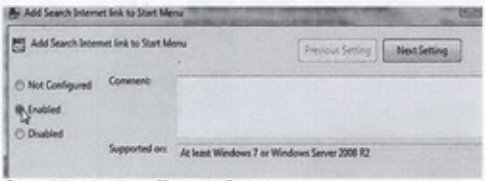

চিত্র-৫ : ইন্টারনেট ক্যুইক সার্চিং অপশন সক্রিয় করা

চিত্র-৬ : উইন্ডোজ ৭-এ প্রবলেম স্টেপস রেকর্ডার

ঘ. এখন Add Search Internet link to Start Menu উইন্ডোর বাম দিকে অবস্থিত এনাবলড অপশনে ক্লিক করে ওকে বাটনে আবার ক্লিক করুন।

ঙ. এই সেটিংটি বাদ দিতে চাইলে একই প্রক্রিয়ায় Add Search Internet link to Start Menu উইন্ডোটি ওপেন করুন এবং এখানে ডিজ্যাবলড অপশনটি ক্লিক করে এটি সিলেক্ট করুন।

উইন্ডোজ ৭ প্রবলেম স্টেপস রেকর্ডার

আপনার কমপিউটারে যখন কোনো সমস্যা হয়, তখন তার সমাধানের জন্য কোনো রিমোট এক্সপার্টের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যাগুলো এক্সপার্টের কাছে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে কেউ যদি বাইরে থেকে আপনার কমপিউটারের সমস্যার সমাধান দিতে চান তাহলে তার পক্ষে সমস্যাটি অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য উইন্ডোজ ৭-এ যুক্ত করা হয়েছে Problem Steps Recorder নামের টুলটি।

কমপিউটারের কোনো সমস্যা ধারাবাহিকভাবে স্ক্রিনশট আকারে ধারণ করার জন্য প্রথমে Windows Search বক্সে Problem Steps Recorder টাইপ করে অ্যাপ্লিকেশনটি রান করুন। এবার Record বাটনে ক্লিক করুন। এর ফলে কমপিউটারে যেসব কার্যক্রম চালাবেন সেগুলো Screenshot আকারে রেকর্ড হতে থাকবে। কমপিউটারের যেসব ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে সেগুলো স্ক্রিনশট এবং কমেন্ট আকারে ডেস্কটপে একটি zip ফোল্ডারে সংরক্ষিত থাকবে। যার কাছ থেকে কমপিউটারের সমস্যার সমাধান চাচ্ছেন তাকে ফোল্ডারটি ই-মেইলে পাঠিয়ে দিন। স্ক্রিনশট এবং কমেন্টস থেকে তিনি সমস্যার একটি পরিষ্কার চিত্র এবং বর্ণনা পেয়ে যাবেন। এর ফলে তিনি সমস্যার সমাধানও সহজে করতে পারবেন। এই টুলটি ব্যবহারে কমপিউটারের সমস্যা শনাক্ত এবং সমাধানে আপনার মূল্যবান সময় সাশ্রয় করবে।

উইন্ডোজ ৭ অ্যাডভান্সড প্রোডাক্টিভিটি টুলসের পরিধি শুধু ওপরের বর্ণিত তালিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বাইরে অনেক কার্যকর প্রোডাক্টিভিটি টুল রয়েছে যেগুলো পর্যায়ক্রমে অনুসন্ধান করে কাজে লাগাতে পারেন।

ফিডব্যাক : kazisham@yahoo.com